

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী

নূরুল ইসলাম*

ভূমিকা :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী ভারতীয় উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ছিলেন। ইলমে হাদীছের প্রচার-প্রসারে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। মৃত সুনাত পুনর্জীবিতকরণে তাঁর অবদান অবিসংবাদিত। তিনি সুদীর্ঘ ৬০ বছর দরস-তাদরীসের মাধ্যমে একদল যোগ্য ছাত্র তৈরি করেন, যারা এ উপমহাদেশে কুরআন ও সুনাহর বাণীকে সমন্বিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দিল্লীতে তাঁর খুৎবা শুনে বহু মানুষ আহলেহাদীছ হয়েছেন। জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতঃ তিনি ১৮৯৫ সালে 'জামা'আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠা করেন। বায়'আত ও ইমারতভিত্তিক এই সংগঠনটি উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর নাম আব্দুল ওয়াহ্‌হাব, উপনাম আবু মুহাম্মাদ এবং উপাধি 'মুহাদ্দিছে হিন্দ' (ভারতের মুহাদ্দিছ)।^{১৭} তিনি হীরার জন্য বিখ্যাত পাঞ্জাবের বাং যেলার 'ওয়াসুআস্তানা' (واسوآستانه) নামক অখ্যাত গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসন সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি মৃত্যুর ৩ মাস ১০ দিন পূর্বে ১৩৫১ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের শেষের দিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'জামা'আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ'-কে যে অখ্যাত করেছিলেন, সেটি একই সনের রবীউল আখের মাসে 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ' (দিল্লী) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'বর্তমানে আমার বয়স ৭০ বছর হবে'। এই হিসাবে তাঁর জন্মসন ১২৮০ হিঃ/১৮৬৩ খ্রিঃ।^{১৮} তাঁর বংশপরিক্রমা হল- আব্দুল ওয়াহ্‌হাব বিন হাজী মুহাম্মাদ বিন মিয়াঁ খোশহাল বিন মিয়াঁ ফাতহ বিন মিয়াঁ কায়েম।^{১৯}

তাঁর পিতৃপুরুষ স্বচ্ছল ও ধার্মিক ছিল। তাদের মধ্যে পরহেযগারিতা ও সংকর্ম সম্পাদনের মানসিকতা বিদ্যমান ছিল। মাওলানার পিতা মিয়াঁ হাজী মুহাম্মাদ হজ্জ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। সেই সময় হজ্জ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। স্বচ্ছল ও সং ব্যক্তিই কেবল হজ্জ সম্পাদন করার জন্য মক্কায যেত।

* পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৭৯. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব, মুকাম্মাল নামায (করাচী : মাকতাবায়ে ইশা'আতুল কিতাব ওয়াস সুনাহ, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খ্রিঃ), পৃঃ ৩, আবু মুহাম্মাদ মিয়াঁওয়ালী লিখিত ভূমিকা দ্রঃ।

১৮০. মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান (পাকিস্তান : মারকাযী দারুল ইমারত, জামা'আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হিঃ/২০১০ খ্রিঃ), পৃঃ ২৮।

১৮১. এঃ মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ২৮।

মাওলানার বয়স ২/৩ বছর হলে তার পিতা 'ওয়াসুআস্তানা' থেকে মূলতান যেলার মুবারকাবাদ গ্রামে হিজরত করেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।^{১৮২}

শিক্ষা-দীক্ষা :

৬ বছর বয়সে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। তিনি গ্রামের মসজিদে কুরআন মাজীদ পড়া শেখেন এবং নাযেরানা খতম করেন। এরপর ছোট ভাই নূর মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে ফিরোযপুর যেলার 'লাক্ষৌকে'তে অবস্থিত হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মাদরাসা 'জামে'আ মুহাম্মাদিয়া'তে ভর্তি হন। এখানে তিনি সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদ হিফয শুরু করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রখর দীশক্তির অধিকারী ছিলেন। একবার যা মুখস্থ করতেন তা ভুলতেন না। এজন্য অল্প সময়ে তিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করতে সক্ষম হন। এরপর নাহ্-ছরফের বই পড়া শুরু করেন। জামে'আ মুহাম্মাদিয়াতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম হাফেয আব্দুল্লাহ গযনভী প্রতিষ্ঠিত অমৃতসরে অবস্থিত 'মাদরাসা গযনভিয়াহ'তে ভর্তি হন। এখানে নাহ্-ছরফের গ্রন্থগুলো পড়া শেষ করার পর বুলুগল মারাম, রিয়াযুছ ছালেহীন প্রভৃতি হাদীছের প্রাথমিক গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করেন। এ দু'টি মাদরাসায় অধ্যয়নকালে মাওলানা গযনভী ও হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবীর ইলম ও আমল এবং তাকুওয়া-পরহেযগারিতা দ্বারা তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন। তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কর্মে সারাজীবন তাঁদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।^{১৮৩}

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন সকাশে :

পনের বছর বয়সে তিনি অনেক দ্বীনী গ্রন্থ অধ্যয়ন শেষ করেন। এরপর হাদীছের উচ্চতর গ্রন্থাবলী পড়ার জন্য ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে দিল্লী যাত্রা করেন। সেখানে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর মাদরাসায় গিয়ে ভর্তি হয়ে হাদীছ অধ্যয়নে নিমগ্ন হন। দু'ভাই দিল্লীর হাফীযুল্লাহ খাঁ মসজিদে থাকতেন। দেহলভী উক্ত মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করাতেন এবং মিশকাতুল মাছাবীহ-এর দরস প্রদান করতেন। কুয়া থেকে পানি উত্তোলন করে মুছল্লীদের ওয়ূর ব্যবস্থা করার জন্য দু'ভাই মাসে ১২ আনা পেতেন। এর দ্বারা তারা খাদদ্রব্য, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং বইপত্র ক্রয় করতেন। অনেক সময় রুটি-তরকারী ক্রয় করতে না পারলে ছোলা ভাজা অথবা গাজর-মূলা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতেন।^{১৮৪}

ইলম অর্জনে কষ্ট স্বীকার :

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী তাঁর ছাত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। দিল্লীর সোরাই হাফেয বান্না (বর্তমানে গান্ধী মার্কেট, সদর বাজার, দিল্লী) মসজিদের মুছল্লীরা মিয়াঁ ছাহেবের কাছে একজন খতীব দেয়ার অনুরোধ

১৮২. মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, চার আল্লাহ কে অলি (পাকিস্তান : জামা'আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ, ২০০২ খ্রিঃ), পৃঃ ৭।

১৮৩. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ২৯-৩০।

১৮৪. মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৬-৭; মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৩০-৩১।

জানালাে তিনি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাবকে সেখানকার খতীব নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানে জুম'আর খুত্বা প্রদান ছাড়াও মিশকাতুল মাছাবীহ-এর দরস দেয়া শুরু করেন। অল্প সময়ের ব্যবধানেই তাঁর দরস ও খুত্বার প্রভাব প্রকাশিত হতে শুরু করে। উক্ত হানাফী মসজিদের মুছল্লীরা আহলেহাদীছ হতে আরম্ভ করে। এতে হানাফীদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। তারা মাওলানার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। একদিন রাতে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে হানাফীরা তাঁর সংগৃহীত দুর্লভ গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য বইপত্র কাপড়ে বেঁধে মসজিদের কূয়াতে ফেলে দেয়। ভোরবেলায় তিনি অবগত হলে সেগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিছু বই উদ্ধার করতে সমর্থ হলেও অধিকাংশই পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়।^{১৮৫} মাওলানার প্রিয় ছাত্র মাওলানা আব্দুল জলীল সামরুদী এ সম্পর্কে বলেন, 'একদিন সকাল বেলায় মাওলানার সাথে কিষাণগঞ্জ যাওয়ার পথে ঐ কূয়া অতিক্রমকালে মাওলানা সেখানে নিয়ে গিয়ে কূয়া দেখিয়ে বলেন, সোরাইওয়ালারা এর মধ্যে আমার বইপত্র নিক্ষেপ করেছিল। আমি উঁকি মেরে দেখলে সেখানে বইপত্রগুলোর পৃষ্ঠার উপরে শুধু ময়লা পানি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। আমি তোমাকে কী আর বলব'।^{১৮৬}

দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্ন :

ছাত্রজীবনে মাওলানা ধৈর্যের সাথে নানান প্রতিকূলতাকে মুকাবিলা করেন এবং নিজেকে দ্বীনী ইলম হাছিলের পথে ধরে রাখেন। এভাবে ১৪ বছর ধরে ইলমে দ্বীন হাছিল করে ১৯/২০ বছর বয়সে ফারেগ হন। তিনি সেযুগের চারজন সেরা মুহাদ্দিছের নিকট তাফসীর, কুতুবে সিদ্দাহ, আরবী সাহিত্য, নাহ-ছরফ ও অন্যান্য বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এঁরা হলেন (১) মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী (২) মাওলানা আব্দুল্লাহ গয়নভী (৩) ইমাম শাওকানীর ছাত্র মাওলানা মানছুরর রহমান (পরে ঢাকাভী) ও (৪) মিয়া নায়ীর হুসাইন দেহলভী।^{১৮৭}

দরস-তাদরীস :

ফারেগ হওয়ার পর মাওলানা দেহলভী দিল্লীতে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য স্থায়ী পিতা হাজী মুহাম্মাদকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। দিল্লীর হাজী নূর ইলাহীর মেয়ে মুহাম্মাদী বেগমের সাথে তাঁর বিবাহ হলে দিল্লীর সাথে সম্পর্ক আরো গভীর হয়।

ফারেগ হওয়ার পর তিনি ১৩০০ হিজরীর প্রথম দিকে দিল্লীর কিষাণগঞ্জ মসজিদে 'দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' নামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে হাদীছের বুঝ এবং হাদীছ সমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করার অপরিসীম যোগ্যতা দান করেছিলেন। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর

বিদ্যাবত্তার খ্যাতি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান ও অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে ছাত্ররা তাঁর মাদরাসায় এসে জ্ঞানার্জন করে যোগ্য আলেম হিসাবে বের হয়ে কুরআন ও সুন্নাহর ঝাঙকে উড্ডীন করতে থাকেন।

তিনি উক্ত মসজিদে জুম'আর খুত্বা প্রদান করতেন। দিন দিন দরস-তাদরীসের পরিধিও বাড়তে থাকে। কিন্তু এমন এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, মসজিদ ও মাদরাসা স্থানান্তরিত করতে হয়। এ খবর তাঁর ভক্ত হাজী আব্দুল গণী পাঞ্জাবী অবগত হলে দিল্লীর সদর এলাকায় একটা বড় প্লট ক্রয় করে সেখানে 'মসজিদে কালা' (বড় মসজিদ) নামে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে দেন।^{১৮৮} মসজিদ নির্মাণের সময় নির্মাতা হাজী আব্দুল গণী মাওলানাকে বলেন, 'মসজিদের পাথরে আপনার নাম খোদাই করে দেই। যাতে আমার পরে আপনাকে কেউ এই মসজিদ থেকে বের করে দিতে না পারে'। জবাবে তিনি বলেন, 'মসজিদে আমার নাম লেখার প্রয়োজন নেই। মসজিদ থেকে বের করে দিলে মহান আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা করে দিবেন'। অবশেষে হাজী ছাহেব নিজের নামফলক মসজিদে স্থাপন করেন।^{১৮৯} তাছাড়া মাওলানার থাকার জন্য একটা সুন্দর বাড়িও হাজী ছাহেব তৈরী করে দেন। ফলে কিষাণগঞ্জ থেকে মাদরাসাটি এ মসজিদে স্থানান্তরিত হয় এবং এখানে ইলমের বৃষ্টি অব্যাহত ধারায় বর্ষিত হতে থাকে। মাওলানার দরস, ওয়ায-নছীহত ও জুম'আর খুত্বা শ্রবণ করে লোকজন শিরক ও বিদ'আত থেকে তওবা করতে থাকে। এতে উক্ত এলাকা তাওহীদের রোশনীতে আলোকিত হয়ে উঠে।

ইত্যবসরে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব হজ্জ সম্পাদন করতে গেলে হাজী আব্দুল গণী মৃত্যুবরণ করেন। তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ ওমরকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হয়। তার চাচা গোঁড়া হানাফী ছিলেন। তিনি মাযহাবী কারণে মাওলানাকে মোটেই সহ্য করতেন না। মাওলানার হজ্জে যাওয়াকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে তিনি ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন। তিনি ভাতিজাকে মাওলানার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন এবং এই পরিকল্পনা করেন যে, হজ্জ থেকে ফিরলে মাওলানাকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। বাস্তবেই হজ্জ থেকে ফেরার পর তাঁকে আর মসজিদে ঢুকতে দেয়া হয়নি। মাওলানাও জোর করে মসজিদে প্রবেশ করার চেষ্টা না করে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। মসজিদের ছজরা থেকে নিজের আসবাবপত্র ও বইপুস্তক চেয়ে নিয়ে ঘরে রেখে দেন। বাড়ির নিচের অংশ- যেটি মেহমানখানা হিসাবে ব্যবহৃত হত, সেটাকে মাদরাসার রূপ দান করে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করেন। এখানে জুম'আ ও জামা'আতের ব্যবস্থা করেন এবং পূর্বের ন্যায় দরস-তাদরীস চলতে থাকে। ১৩২৫ হিজরীর দিকে এ ঘটনা ঘটেছিল। এর কিছুদিন পর কালা মসজিদের হিতাকাঙ্ক্ষীরা মাওলানার কাছে এসে ক্ষমা

১৮৫. মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৭; ড. মুহাম্মাদ বাহাউদ্দীন, তাহরীকে খতমে নবুঅত (লাহোর : মাকতাবা কুদ্দুসিয়াহ, ২০০৬), ৩/৪১৪-৪১৫।

১৮৬. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৩২-৩৩।

১৮৭. মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৮।

১৮৮. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৫১-৫৩।

১৮৯. ঐ, পৃঃ ১০৬।

চেয়ে তাঁকে ও ছাত্রদেরকে সেখানে নিয়ে যান। এভাবে পূর্বের সেখানে মতো পূর্ণোদ্যমে দরস-তাদরীস চলতে থাকে।^{১১০}

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা :

ঐ সময় কতিপয় আহলেহাদীছ আলেম মাওলানাকে রেঙ্গুনে যাওয়ার দাওয়াত দেন। মাওলানা তাদের আন্তরিক দাওয়াতে সেখানে যান এবং বক্তব্যের মাধ্যমে তাওহীদ ও সুন্নাহর বাণী প্রচার করেন। লোকজন তাঁর বক্তব্যে অত্যন্ত প্রভাবিত হয় এবং তারা মোটা অংকের অর্থ জমা করে মাওলানাকে দেন। রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে তিনি দিল্লীর সদর বাজার এলাকায় ঐ অর্থ দিয়ে জায়গা ক্রয় করে ‘দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ’ নামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রদের জন্য রুম ও মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদ ও মাদরাসার ছাদে টিন দেয়া হয়েছিল। টিনের ছাদের নিচে দরস-তাদরীস ও জুম‘আ-জামা‘আতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মাওলানার লাগানো তাওহীদ ও সুন্নাহের এই বাগান আজও সবুজ ও সতেজ রয়েছে। দেশ বিভাগের পরে মাওলানার পরিবার দিল্লী থেকে হিজরত করে করাচীতে চলে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ সালাফী শুভাকাজীদেব জোরাজুরিতে দিল্লীতে থেকে যান এবং মাদরাসা দেখাশুনা করেন। তিনি ১৯৪৭-১৯৯৮ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন।^{১১১}

অল্প সময়ের ব্যবধানে এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে ভারত ছাড়াও কাশ্মীর, তিব্বত, বাংলা প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্ররা এখানে ভর্তি হ’তে থাকে। উক্ত মাদরাসায় মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ মুহাদ্দিছীনে কেরামের মানহাজ অনুযায়ী কুরআন ও হাদীছের দরস দিতেন। প্রথম থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত এখানে পড়ানো হত। যেসব দুর্বল ছাত্র কোথাও ভর্তির সুযোগ পেত না তারা এখানে পড়ার সুযোগ পেত। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানা আব্দুল জলীল সামরুদী বলেন, ‘তাঁর দরসের এমন সৌন্দর্য ছিল যা তার সমসাময়িকদের দরসে বাতি নিয়ে তালাশ করলেও খুঁজে পাওয়া যেত না। হানাফী আলেমরা পর্যন্ত দরস পরখ করার জন্য আসতেন। তিনি দরসে মাসআলাকে গভীরে নিয়ে গিয়ে ছাড়তেন। কোন কথা সূত্রবিহীন বলতেন না। তিনি হানাফীদের সূক্ষ্ম মূলনীতিগুলো এমনভাবে উল্লেখ করতেন যে, তাঁর উদ্ধৃতি প্রদান দেখে আমরা ঈর্ষান্বিত হতাম যে, তিনি এসব জিনিস কখন দেখেছেন’।^{১১২}

মাওলানা আব্দুল জলীল আরো বলেন, ফজরের ছালাতের পরে কুরআন মাজীদের তরজমার ‘দরসে আম’ হত। এরপর ছাত্রদেরকে একটি একটি করে আয়াতের অনুবাদ পড়ানো হত। এতে সব ছাত্রকে অংশগ্রহণ করতে হ’ত। এমনকি

বুখারী জামা‘আতের ছাত্র হ’লেও। এরপর তাফসীরুল কুরআন তারপর হাদীছের দরস হ’ত। যারা বুলুগুল মারাম পড়ত তাদেরকে তিনি প্রথমে একটি পরে দু’টি শেষে ৪টি হাদীছ এবং মিশকাত জামা‘আতের ছাত্রদেরকে ২/৪টি হাদীছ পড়াতেন। সকাল থেকে এগারটা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে তারপর বাড়িতে যেতেন। কখনো সাড়ে এগারোটাও বেজে যেত। অতঃপর যোহরের ছালাতের জন্য মসজিদে আসতেন। ছালাত পর দরস দিতেন। মাগরিবের পর বাড়ি ফিরতেন। রাতের খাবারের পর মসজিদে আসতেন এবং পিতার সেবায় নিয়োজিত হতেন। তাঁর হাত-পা টিপে দিতেন। এশার পরেও পিতার সেবা করতেন। তাঁকে দো‘আ শিখাতেন। তার ঘুমানোর পর বাড়িতে ফিরে আসতেন। পিতার মৃত্যুর পর এশার পরেই বাড়িতে ফিরতেন। এশার পরে ছাত্ররা তাকে ঘিরে ধরত। তারা বিভিন্ন বই পড়ত এবং তিনি মনোযোগ দিয়ে সেগুলো শুনতেন। ছাত্রদের প্রতি তিনি খুব খেয়াল রাখতেন। পিতা তার একমাত্র সন্তানের সাথে যেরূপ আচরণ করে, ছাত্রদের সাথে তিনিও তেমন স্নেহসুলভ আচরণ করতেন।

মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদাবের প্রিয় ছাত্র মাওলানা আব্দুল জলীল সামরুদী বলেন, এই অধম ১৩২২ হিজরীতে ১১ বছর বয়সে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে দিল্লী যায়। কিছু উর্দু ও কুরআন মাজীদ নাযেরানা পড়েছিলাম। অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে মিয়া ছাহেবের মাদরাসায় আমাকে ভর্তি করা হয়নি। সেখানে গিয়ে মনে হল সদর বাজারে মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদাবের নিকট যাই। তিনি ছোট-বড় সবাইকে তাঁর মাদরাসায় ভর্তি করে নেন। ওখানে পৌঁছলে মাওলানা ছাহেব অবস্থা জানার পর ভর্তি করে নেন। তিনি আমাকে ছাত্রদের সাথে কুরআনের অনুবাদ ক্লাসে शामिल করে নেন। তখন ওয় পারার পড়া চলছিল। আমার ইলমী যোগ্যতার এই দৈন্যদশা ছিল যে, যখন আমার পড়ার পালা আসে তখন তিনি আমাকে একটি একটি শব্দের অনুবাদ করাতেন এবং ছীগাহগুলোরও অনুশীলন করানো হ’ত। এজন্য ছরফের বাবগুলোও পড়ানো শুরু করে দিয়েছিলেন। নিয়ম ছিল প্রত্যেকটি শব্দ পড়া শেষ হ’লে তিনি বলতেন, এখন সামনে অগ্রসর হও। ... আজ যে দু’হরফ জ্ঞান অর্জন করেছি তা তাঁর নিকট থেকেই করেছি। আল্লাহর কসম! দ্বীনী ইলম হাছিলের জন্য আমি কোন আলেমের কাছে নতজানু হয়ে বসিনি। ইলমে হাদীছে এই অকিঞ্চন তাঁর চেয়ে যোগ্য কাউকে পায়নি। তা না হলে আমাকে অন্য কারো জুতা বহন করতে হত’।^{১১৩}

ছাত্রবৃন্দ :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদাব দেহলভী কুরআন ও সুন্নাহর পুনরুজ্জীবনের জন্য নিজের জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তিনি প্রায় ৬০ বছর শিক্ষকতা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ‘দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ’ থেকে হাজার হাজার ছাত্র ইলমে দ্বীন হাছিল করে ফারেগ হন। এদের সঠিক

১১০. চার আল্লাহ কে অলি, পৃঃ ১২-১৩।

১১১. মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ১১-১২।

১১২. মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৫৪-৫৬।

১১৩. ঐ, পৃঃ ১৪০-১০৫।

সংখ্যা জানা যায় না। তাঁর কতিপয় উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন- (১) খ্যাতমান মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল জলীল সামরুদী (২) মাওলানা আব্দুল জাব্বার খাঞ্জিলবী (৩) মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (৪) হারাম শরীফের ইমাম আব্দুয যাহির মাক্কী (৫) মাওলানা মুফতী আব্দুস সাত্তার কিলানুরী (৬) মাওলানা আব্দুল জলীল খান বালুচ (৭) মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ উড (৮) মাওলানা আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিছ লায়ালপুরী (৯) মাওলানা আব্দুল হামীদ ঝংগাবী (১০) মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক কোটপুরী (১১) মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী (১২) বিশ্ববরেণ্য আরবী সাহিত্যিক, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান (১৩) মাওলানা আব্দুল কাদের হিছারী (১৪) মাওলানা ছুফী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (১৫) মাওলানা আব্দুস সাত্তার দেহলভী (১৬) মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ প্রমুখ।^{১৯৪}

মৃত সন্নাত পুনর্জীবিতকরণ :

মৃত সন্নাত পুনর্জীবিতকরণে তিনি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিম্নোক্ত ভূমিকা প্রাতঃস্মরণীয়।

(১) তিনিই দিল্লীতে প্রথম প্রকাশ্য ময়দানে ১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত কায়েম করেন (২) তিনিই প্রথম নিজের স্ত্রী-কন্যাদের সাথে নিয়ে পুরুষদের সাথে পর্দার মধ্যে মহিলাদের ঈদের জামা'আত চালু করেন (৩) তিনিই দিল্লীতে প্রথম মুছল্লীদের জন্য মাতৃভাষায় জুম'আর খুত্বা চালু করেন (৪) তিনিই প্রথম 'ছালাতে জানাযা'র কিরাআত সশব্দে পাঠ করা শুরু করেন (৫) তিনিই প্রথম দুই স্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ময়লুম স্ত্রীদেরকে স্বেচ্ছায় বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়ে ময়বুত দলীল সহকারে ফৎওয়া প্রকাশ করেন (৬) খতীব মিসরে বসার পরে জুম'আর জন্য একটি মাত্র আযান দেওয়ার সন্নাত নববী তিনিই দিল্লীতে পুনঃপ্রবর্তন করেন (৭) লোকেরা কালেমায়ে ত্বাইয়িবার দুই অংশকে একত্রে 'কালেমায়ে তাওহীদ' বা 'একত্ববাদের ঘোষণা' মনে করত। তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন যে, কালেমায়ে ত্বাইয়িবার প্রথম অংশটি মাত্র 'কালেমায়ে তাওহীদ' এবং দ্বিতীয় অংশটি হ'ল 'কালেমায়ে রিসালাত' (৮) জীবনমরণ সমস্যা দেখা দিলে হৃদয়ে ঈমান ঠিক রেখে 'কুফরী কালেমা' উচ্চারণ করার পক্ষে সূরায়ে নাহ্ল ১০৬ আয়াতের আলোকে তিনি ফৎওয়া প্রদান করেন- যা ছিল সে যুগের হিসাবে বড়ই ঝুঁকিপূর্ণ ফৎওয়া (৯) হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অজুহাতে মাওলানার সময়ে দিল্লীতে মুসলমানেরা গরু কুরবানী এবং সাধারণভাবে গরু যবেহ করত না। গরুর গোশতের ত্রুটি বর্ণনায় মুসলমানেরা বাড়াবাড়ি করতে থাকে। কোন কোন মৌলবী ছাহেব তো গরুর গোশত খাওয়াকে শূকরের গোশত খাওয়ার মত হারাম ফৎওয়া দেওয়া শুরু করেন। মুসলমানদের এই হীনমন্যতা দেখে মাওলানা দারুণ ক্ষুব্ধ হন এবং প্রবল হিম্মত নিয়ে কুরবানীর জন্য গরু ক্রয় করেন।

১৯৪. মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ১৫-১৮; তাহরীকে খতমে নবুঅত ৩/৪১৫; আব্দুর রশীদ ইরাকী, হায়াতে নাযীর, পৃঃ ১৩০।

কিন্তু প্রথম গরুটি বিরোধীরা ছিনিয়ে নেয়। পুনরায় ক্রয় করলে মুসলমান কসাইরা তা যবেহ করতে অস্বীকার করলে তিনি নিজে যবেহ করেন। পরে গরুর গাড়ীতে করে গোশত আনার সময় বিরোধীরা রাস্তায় আটকিয়ে গরু দু'টি ছেড়ে দেয় ও গাড়ীর চাকা খুলে নেয়। অবশেষে ছাত্ররা গোশত মাথায় করে বাড়ীতে আনে।

পরবর্তীতে সুধী ওলামায়ে কেরাম একবাক্যে স্বীকার করেন যে, যদি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌ব ঐ সময় ঐ দুঃসাহসিক পদক্ষেপ না নিতেন, তাহ'লে ভারতের বুক থেকে সম্ভবতঃ গরু কুরবানীর সন্নাত উঠে যেত। কারণ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে যখন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নেতারা গরু কুরবানী সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করার দাবী নিয়ে ইংরেজ ভাইসরয়ের নিকটে দরখাস্ত পেশ করেন, তখন ইংরেজ সরকার এই মর্মে ঘোষণা দেন করেন যে, 'কোথাও গরু কুরবানী না হওয়ার শর্তে এই বৎসর থেকে গরু কুরবানী আইনতঃ দণ্ডনীয় ঘোষণা করার জন্য আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করেছিলাম। কিন্তু কসাইখানার রেজিস্ট্রারে দেখা গেল যে, মৌলবী আব্দুল ওয়াহ্‌ব নামক দিল্লীর জনৈক মুসলমান এ বছর গরু কুরবানী করেছেন। অতএব মুসলমানদের মধ্যে ভিন্নমত থাকায় আমরা গরু কুরবানীকে আইনতঃ দণ্ডনীয় ঘোষণা করতে পারি না'।^{১৯৫}

[চলবে]

১৯৫. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৯৬-৯৭।

Av†jv B†jKwUªK

এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং, ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় এবং সর্বপ্রকার খাবার সরবরাহ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৫ সফল হোক

রাণীবাজার (ভাংড়িপাড়ির সন্নিহিত)
রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-১১৭০৬৮

জিরো প্লাস

এখানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সহ 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত ও পরিবেশিত যাবতীয় ইসলামী বই ও মাসিক আত-তাহরীক পাওয়া যায়।

* বাংলাদেশের যেকোন মোবাইল নম্বরে অতি অল্প সময়ে ফ্রি-কলিং করা হয় এবং সর্বোচ্চ রেটে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা

১নং রয়েল রোড খানা বাসমতি সংলগ্ন (শাহী বিরিয়ানী হাউজের বিপরীতে), সিঙ্গাপুর। মোবাইলঃ ৮৩৫৩৮০৫২, ৮১৩৭৩৩৪৪।

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্‌দিছ দেহলভী

নূরুল ইসলাম*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠা :

শারঈ ইমারতের ভিত্তিতে জামা'আত গঠনের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার চিরন্তন সূন্যাত মুসলিম সমাজ ভুলতে বসেছিল।^{৭৩} তারা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে শিরকী, বিদ'আতী ও অনৈসলামী সামাজিক নেতৃত্বের অধীনে তাদের ঈমান-আমল সব প্রায় খুইয়ে বসেছিল। এই অবস্থা দর্শনে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্‌দিছ দেহলভী খুবই ব্যথিত হ'লেন এবং রেওয়াজপন্থী আলেম সমাজ ও শরী'আত অনভিজ্ঞ সমাজনেতাদের সকল ত্রুটি উপেক্ষা করে প্রথমে কিঞ্চিদধিক ১২ জন ভক্ত সাথীকে নিয়ে ১৮৯৫/১৩১৩ হিজরী সনে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' কায়ম করেন।^{৭৪} অথচ তখনও তাঁর উস্তাদ খ্যাতিমান মুহাদ্‌দিছ মিয়া নাবীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০ হিঃ) বহাল তব্বিতে বেঁচে আছেন। এর ফলে তাঁকে অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হয়। যেমন খাবার দাওয়াত দিয়ে খাদ্যে বিষ প্রয়োগে হত্যা ও দাড়ি চেঁছে দেওয়ার চেষ্টা, বিভিন্ন তোহমত ও কুৎসা রটনা করা, হত্যার জন্য গুপ্তা ভাড়া করা ও রাস্তায় ওঁৎ পেতে থাকা, সমাজনেতাদের ইংগিতে আলেমদের পক্ষ হ'তে তাকে 'কাফের' ইত্যাদি ফৎওয়া দেওয়া প্রভৃতি।^{৭৫}

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ** 'ইসলাম শুরু হয়েছে অল্পসংখ্যক লোকের মাধ্যমে এবং অতিশীঘ্র সে তার শুরুর অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য'।^{৭৬} উক্ত হাদীছে বর্ণিত **فَطُوْبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ** অনুসারে এই জামা'আতের নাম 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' রাখা হয়।^{৭৭} আক্বীদা ও আমলের দিক থেকে আহলেহাদীছদের মধ্যে এটি

কোন নতুন জামা'আত ছিল না। বরং হাদীছে চিরকাল একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে^{৭৮} বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তারই ফলশ্রুতি ছিল। এটাই ছিল আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ ও সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী প্রতিষ্ঠিত জামা'আতে মুজাহিদীনের পরে ভারতের প্রথম ইমারতভিত্তিক ইসলামী জামা'আত। এই জামা'আত শরী'আতবিরোধী কোন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে না। অবশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি, যা সরাসরি মুসলিম উম্মাহর সাথে সাধারণভাবে এবং জামা'আতের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, সে সকল বিষয়ে এই জামা'আত মতামত ব্যক্ত করে। এই জামা'আতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সমর্থন করেন না।^{৭৯}

পত্রিকা প্রকাশ :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব কুরআন ও হাদীছের প্রচার-প্রসারের জন্য ১৩৩৮ হিজরীর (১৯২০ খ্রিঃ) শা'বান মাসে 'আহলেহাদীছ' নামে দিল্লী থেকে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। এটি ছিল 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ'-এর মুখপত্র। একই নামে মাওলানা ছানাতুল্লাহ অমৃতসরীও অমৃতসর থেকে পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন। তাই তাঁর পরামর্শে পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'হামদরদে আহলেহাদীছ'। কিছুদিন এ নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু 'আহলেহাদীছ' নামে সরকারী রেজিস্ট্রেশন থাকায় ১৩৪০ হিজরীতে উক্ত নাম পরিবর্তন করে 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ' রাখা হয়। সুদীর্ঘ ৯৫ বছর যাবৎ এ পত্রিকাটি চালু আছে। বর্তমানে এটি করাচী থেকে পাকিস্তানি হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশের কোন দৈনিক, অর্ধসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা এর চেয়ে বেশী আয় লাভ করেনি। বর্তমানে এর প্রধান সম্পাদক মাওলানা আব্দুল জাব্বার সালাফী এবং তত্ত্বাবধায়ক হলেন আমীরে জামা'আত মাওলানা আব্দুর রহমান সালাফী।^{৮০}

কাদিয়ানী ফিতনা দমনে ভূমিকা :

যে সময় কাদিয়ানী ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সে সময় মাওলানা দেহলভী দিল্লীতে হাদীছের দরস প্রদান করছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তাওহীদ ও সূন্যাহর বাণীকে সম্মুখ করে এবং ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এ প্রেক্ষিতে তিনি মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবগত হলে তার মূলোৎপাটনে মাঠে নামেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে মির্যা কাদিয়ানীর মিথ্যা নবুঅত দাবীর মুখোশ উন্মোচন করে দেন। এজন্য সে ও তার সাজ-পাক্সরা মাওলানাকে তাদের কঠিন বিরোধী মনে করত। একারণেই মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী পীর মোহর আলী শাহ গোলড়াবীর বিরুদ্ধে যে ইশতেহার প্রকাশ করে সকল আলেমকে তাফসীর লেখার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল,

* পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৭৩. এক গবেষণায় দেখা গেছে, জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের ব্যাপারে সর্বমোট ৩০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২০টি হাদীছ ছহীহ, ৬টি হাসান এবং ৪টি যঈফ বা দুর্বল। দ্রঃ ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী, আল-আহাদীছুল ওয়ারিদাহ ফী লুযুমিল জামা'আহ : দিরাসাতুন হাদীছিয়াহ ফিকুহিয়া (রিয়ায : দারুছ ছুমাযঈ, ১৪২৯হিঃ/২০০৮খ্রিঃ), পৃঃ ১১৮।

৭৪. এই জামা'আত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৬২-৬৭, ৩৯৭।

৭৫. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৬২, ৩৯৭।

৭৬. মুসলিম হা/১৪৫, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৫; মিশকাত, হা/১৫৯, 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সূন্যাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৭৭. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৭৭; চার আল্লাহ কে অলি, পৃঃ ২৪।

৭৮. মুসলিম হা/১৯২০।

৭৯. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৬৩-৬৪।

৮০. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৭৯-৮০; মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ২৮-২৯; তাহরীকে খতমে নবুঅত ৩/৪১৫।

তাতে ৩৫ নম্বরে মাওলানার নাম ছিল।^{৮১} কাদিয়ানী ফিৎনা নির্মূলে আহলেহাদীছগণের অবদানের উপরে বিশিষ্ট গবেষক ড. বাহাউদ্দীন বলেন, ‘তিনি খতমে নবুঅত আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাতে शामिल হয়ে গিয়েছিলেন। মির্যা গোলাম আহমাদ পীর মোহর আলী শাহ ছাহেবের সাথে যেসব আলেমকে ১৯০০ সালে লাহোরে তাফসীর লেখার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, তাতে তিনিও शामिल ছিলেন’।^{৮২}

হজ্জ পালন :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব সারাজীবনে মোট ৭ বার হজ্জবৃত্ত পালন করেছেন। ১ম হজ্জ ১৩২১ হিজরীতে, ২য় ১৩২৫ হিজরীতে, ৩য় ১৩২৭ হিজরীতে, ৪র্থ ১৩২৯ হিজরীতে, ৫ম ১৩৩১ হিজরীতে, ষষ্ঠ ১৩৪০ হিজরীতে এবং ৭ম ১৩৪৭ হিজরীতে।^{৮৩}

সন্তান-সন্ততি :

মাওলানা বিভিন্ন সময়ে ১১টি বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র ৯ জন এবং কন্যা ৬ জন। কয়েকজন সন্তান অল্প বয়সেই মারা যায়।^{৮৪} তাঁর পুত্রদের মধ্যে তিনজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ :

১. মাওলানা হাফেয আব্দুস সাত্তার দেহলভী : তিনি কুরআনের হাফেয, মুফাসসিরে কুরআন ও খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ছিলেন। ১৩২০ হিঃ/১৯০৫ সালে তিনি দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৬ সালের ৯ই আগস্ট করাচীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রায় ৩৪ বছর ‘জামা’আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ-এর আমীর ছিলেন। তিনি ছিলেন এই জামা’আতের দ্বিতীয় আমীর। ‘তাফসীরে সাত্তারী’, ছহীহ বুখারীর উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ‘নুছরাতুল বারী’ এবং ‘ফাতাওয়া সাত্তারিয়া’ তাঁর অন্যতম রচনা।

২. মাওলানা হাফেয আব্দুল ওয়াহিদ সালাফী দেহলভী : তিনি খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন, শিক্ষক, গ্রন্থকার ও মুবাশ্শিগ ছিলেন। ১৩৩৩হিঃ/১৯১৪ সালে তিনি দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ফারেগ হওয়ার পর দরস-তাদরীস ও দাওয়াত-তাবলীগে নিমগ্ন হন। দেশ বিভাগের পর শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধে তিনি দিল্লীতেই থেকে যান এবং জামা’আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ, হিন্দ-এর আমীর নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত ‘দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ’ মাদরাসায় শায়খুল হাদীছ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালের ২৭শে আগস্টে তিনি দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছোট-বড় ৪টি পুস্তক লিখেছেন।

(৩) মাওলানা হাফেয আব্দুল কাহহার সালাফী : তিনিও সারাজীবন দরস-তাদরীস, দাওয়াত-তাবলীগ ও গ্রন্থ রচনায়

ব্যস্ত থাকেন। তিনি কুরআন মাজীদের তাফসীর লিখেন এবং কতিপয় হাদীছ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ করেন। হাফেয মুনিয়ীর ‘আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। এটি ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৬ সালের ৩১শে মে ৮৪ বছর বয়সে তিনি করাচীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং ইউসুফপুরা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।^{৮৫}

রচনাবলী :

দরস-তাদরীস এবং দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যস্ততার মাঝেও মাওলানা নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো রচনা করেন- (১) হাশিয়া মিশকাতুল মাছাবীহ (আরবী)। এটি অত্যন্ত উপকারী হাশিয়া। দিল্লীর ফারুকী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। (২) মুকাম্মাল নামায। ১৩০৪ হিঃ/১৯৮৪ সালে করাচীর মাকতাবা ইশা’আতুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ থেকে এটির ১৭তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এতে তদীয় পুত্র মাওলানা আব্দুস সাত্তার দেহলভী ও মাওলানা হাফেয আব্দুল কাহহার সালাফীর টীকা সংযোজিত হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮০। (৩) ইকামাতুল হজ্জাহ আলা আন্না লা ফারকা বায়না ছালাতিল মারয়ি ওয়াল মারআহ (উর্দু)। নারী-পুরুষের ছালাতে যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই এতে তা আলোচনা করা হয়েছে। (৪) বর্তমান যুগের প্রচলিত নিয়ম-কানুন সংবলিত কুরআন মাজীদের বিপরীতে প্রাথমিক যুগের ন্যায় নুকতা-হরকতবিহীন ‘মু’আররা’ কুরআন মাজীদ। (৫) আমরুল কুল্লী ফী কাওলির রাসূল ছাল্লু কামা রাআইতুমুনী উছল্লী। এর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। (৬) আদ-দালায়িলুল ওয়াছিকা ফী মাসাইলে ছালাছাহ।^{৮৬}

মৃত্যু :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ১৩৫১ হিজরীর ৮ই রজব (১৯৩৩ খ্রিঃ) সোমবার দিবাগত রাত ১১-টায় ৭০ বছর বয়সে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। সাথে সাথে তাঁর মৃত্যুর খবর দিল্লী ও তার আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সকল মাদরাসায় ছুটি ঘোষণা করা হয়। এমনকি হানাফীদের মাদরাসাও ঐদিন বন্ধ রাখা হয়। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে ঘোর বিরোধী স্বগোষ্ঠীয় ও হানাফী আলেমগণ এই বলে পড়ানো থেকে বিরত থাকেন যে, **آج هند میں حدیث کا چراغ بجہ گیا ہے**, ‘আজ হিন্দুস্তান থেকে হাদীছের প্রদীপ নিভে গেল’। দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করে। স্বীয় শিক্ষক মির্যা নায়ীর হুসাইন দেহলভীর কবরের পূর্বপার্শ্বে শীদীপুরা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।^{৮৭}

জীবনের নানা দিক :

৮৫. ঐ, পৃঃ ১০৩।

৮৬. মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ২৯-৩০; মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৬৫; তাহরীকে খতমে নবুঅত ৩/৪১৫-১৬।

৮৭. মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৩২-৩৩; মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ১০৪; হায়াতে নায়ীর, পৃঃ ১৩০; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৯৭।

৮১. মোহরে মুনির, পৃঃ ২১৮।

৮২. তাহরীকে খতমে নবুঅত ৩/৪১৬।

৮৩. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৮৩; নামাযে মুকাম্মাল, পৃঃ ৩১।

৮৪. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ১০৩।

জুম'আর খুৎবার মোহিনীশক্তি :

মাওলানা অত্যন্ত গুরুভাষী ও বলিষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল সুমিষ্ট। তাওহীদ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত চমৎকার বক্তব্য দিতেন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর বক্তব্য কুরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারা সুসজ্জিত হ'ত। অত্যন্ত চমৎকার করে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন। শ্রোতাবৃন্দ তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করে এতটাই প্রভাবিত হ'ত যে, কেউ উঠার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করত না। সবাই তন্মুগ হয়ে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করত।^{৮৮} মাওলানা আব্দুল জলীল সামরুদী তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে বলেন, 'তিনি দিল্লীর কালাঁ মসজিদে (বড় মসজিদ) জুম'আর খুৎবা দিতেন। তাঁর ভাই মৌলভী নূর মুহাম্মাদ দরাজকণ্ঠ ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনিই জুম'আর আযান দিতেন। মসজিদের আঙ্গিনায় শামিয়ানা টাঙ্গানো হত। আঙ্গিনাসহ পুরা মসজিদ ভরে যেত। তাঁর বক্তব্যের পদ্ধতি এই ছিল যে, 'রিয়ায়ুছ ছালেহীন'-এর একটি হাদীছ পড়তেন। অতঃপর বক্তব্য শুরু হ'ত। ১৩২২ হিজরীতে আমি যখন তাঁর দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ মাদরাসায় ভর্তি হই, তখনও 'রিয়ায়ুছ ছালেহীন'-এর ভূমিকা চলছিল। নিম্নোক্ত কবিতার আলোচনা হচ্ছিল-

إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطُنًا * طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْمَتَنَّا

'আল্লাহর কিছু বিচক্ষণ বান্দা রয়েছেন, যারা ফিৎনার আশংকায় দুনিয়াকে পরিত্যাগ করেছেন'।

তাঁর বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে আমি আর কী বলব। বক্তব্যের মধ্যে যে সাবলীলতা থাকত এবং যে মজা শ্রোতার লাভ করত তা অবর্ণনীয়। আয়াত, হাদীছ ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপট সমূহ এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন যে, মনে হচ্ছিল এখনি কুরআন মাজীদ নাযিল হচ্ছে। সত্য বলতে কি, তাঁর খুৎবায় যে মজা পাওয়া যেত তা তার ওয়াযে ছিল না। খুৎবা দেয়ার সময় তিনি সাধারণতঃ ক্লাস্ত হতেন না। যে ব্যক্তি একবার তার পিছনে জুম'আ পড়ত সেই তার ভক্ত হয়ে যেত। তাঁর জুম'আর খুৎবার বদৌলতে দিল্লীতে বহু মানুষ আহলেহাদীছ হয়েছে। যে একবার তাঁর জুম'আর খুৎবা শ্রবণ করত সে আল্লাহর হুকুমে হানাফী থাকতে পারত না। তাঁর বক্তব্যে আল্লাহ এমনি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।^{৮৯}

তাঁর বক্তব্যের প্রভাব সম্পর্কে দু'টি ঘটনা নিম্নরূপ :

১. দিল্লীর সদর পোস্ট অফিসের নিকটে এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী বসবাস করতেন। হানাফী হওয়ার কারণে তিনি জুম'আর ছালাত হাফেয বান্না মসজিদে পড়তে যেতেন। একদিন উক্ত মসজিদে জুম'আর ছালাত শেষ হয়ে গেলে মসজিদে কালাঁয় নিজ ছেলেকে নিয়ে আসেন। খুব কষ্টে আঙ্গিনায় জায়গা পেয়ে মাত্র ১৫ মিনিট মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের খুৎবা শুনে। এতে তিনি এতটাই প্রভাবিত হন যে, পরবর্তী

জুম'আয় ছেলেকে নিয়ে আগেভাগে এসে আঙ্গিনায় শামিয়ানার নিচে জায়গা পান। এ জুম'আয় তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন করেন এবং আমীন জোরে বলেন। এরপর নিয়মিতভাবে উক্ত মসজিদে জুম'আ ও জামা'আতে হাযির হতে থাকেন এবং পাক্কা আহলেহাদীছ হয়ে যান।^{৯০}

২. বাশীর নামে জনৈক ব্যক্তি কল্যাণ ভাটিয়ারে-এর নিকট রুটি তৈরী করত। সে খুব ভাল কারিগর ছিল। ছালাত-ছিয়াম তো দূরে থাক ভোরে উঠে সে মুখ পর্যন্ত ধৌত করত না। মাওলানা দেহলভীর ছাত্রদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। মাওলানা কালাঁ মসজিদ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর মসজিদের পাশের গুদামে দরস ও ছালাত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সংকীর্ণ গলি হওয়ার কারণে জুম'আর দিন ড্রেনের উপর কাঠ পেতে চাটাই বিছানো হ'ত। দেয়ালের পাশ দিয়ে মাত্র একজন ব্যক্তি যাওয়ার মতো রাস্তা রাখা হ'ত। বাশীরের মাছ শিকারের নেশা ছিল। সে ওখলা যাওয়ার জন্য একদিন বের হয়ে এই রাস্তা দিয়ে যায়। তখন মসজিদে দ্বিতীয় খুৎবা চলছিল। যাওয়ার সময় তাঁর কর্ণকুহরে কিছু কথা আসে। সে সেখান থেকে কিছু দূর গিয়ে পুনরায় ফিরে আসে এবং দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে মাত্র ৫/১০ মিনিট মাওলানার বক্তব্য শ্রবণ করে। জামা'আত শুরু হলে সে সেখান থেকে প্রস্থান করে। পরবর্তী জুম'আয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে আগেভাগে মসজিদে হাযির হয়। এবার সে পুরা খুৎবা শুনে। দেখে দেখে ছালাত আদায় করে। কারণ সে ছালাত আদায় করতেই জানত না। এরপর নিয়মিত মসজিদ ও মাদরাসায় যাতায়াত করতে থাকে এবং আহলেহাদীছ হয়ে যায়।^{৯১}

সউদী বাদশাহকে পত্র লিখন :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব দেহলভী তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর শক্তভাবে আমল করতেন। অন্যদেরকেও এর দাওয়াত দিতেন এবং তাওহীদপন্থীদের সাথে অপারিসীম ঈমানী ভালবাসা রাখতেন। মাওলানা তানযীল ছিদ্দিকী হুসাইনী লিখেছেন, সুলতান ইবনে সউদ যখন হিজায়ের (সউদী আরব) কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন ভারতে মাওলানা তাকে সমর্থন জানান। এটা ছিল সেই সময় যখন বহু হানাফী আলেম বিশেষত ব্রেলভী আক্বীদার আলেমগণ, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ সুলতান ইবনে সউদের বিরুদ্ধে আটঘাট বেঁধে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ঐ সমস্ত আলেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা এই অবস্থায় সুলতান ইবনে সউদকে সমর্থন দেন। তিনি সুলতান ইবনে সউদের বিজয় উপলক্ষে অনেক অভিনন্দনমূলক পত্রও প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে একটি পত্র নিম্নরূপ-

بسم الله الرحمن الرحيم

৮৮. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৫৩।

৮৯. ঐ, পৃঃ ১০৬-১০৭।

৯০. ঐ, পৃঃ ১০৭-১০৮।

৯১. ঐ, পৃঃ ১০৮।

التحية والتذكرة

من أبي محمد عبد الوهاب إمام جماعة غرباء أهل حديث إلى
الغازي السلطان عبد العزيز بن سعود وحزبه المحمود وفقهم
الله الودود في تنفيذ أحكامه والحدود.

سلام عليكم يا عصابة أهل التوحيد ورحمة الله وبركاته إلى
يوم الوعد والوعيد.

أما بعد! فنحمد ربنا، الذي جعلنا وإياكم بفضلته ورحمته من
أهل التوحيد ومتبعي سنة رسوله الكريم. ونحكيكم بفتح
الحجاز مكة المكرمة ثم المدينة المنورة وخصوصاً جدة المجدة
يا عسكر الإسلام. ونذكركم خاصة أمير النجدية قوله تعالى
لخليله عليه السلام (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)

‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’।

অভিনন্দন ও উপদেশ

জামা‘আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছের নেতা আবু মুহাম্মাদ
আব্দুল ওয়াহাব-এর পক্ষ থেকে গায়ী সুলতান আব্দুল আযীয
বিন সউদ ও তাঁর প্রশংসিত দলের প্রতি। আল্লাহ তাঁদেরকে
তাঁর বিধি-বিধান ও হুদুদ (দণ্ডবিধি) কায়েমের তাওফীক
দিন।

হে তাওহীদপন্থীদের দল! কিয়ামত পর্যন্ত আপনাদের উপর
আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক।

অতঃপর, আমরা আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি
আমাদেরকে ও আপনাদেরকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ ও রহমতে
তাওহীদপন্থী এবং তাঁর সম্মানিত রাসূল (ছাঃ)-এর সূনাতের
অনুসারীদের মধ্যে শামিল করেছেন। হে ইসলামের
সৈনিকগণ! হিজায় তথা মক্কা মুকাররমা, অতঃপর মদীনা
মুনাউওয়ারাহ এবং বিশেষত জেদ্দা বিজয় উপলক্ষে আমরা
আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর আপনাদেরকে
বিশেষ করে নাজদের আমীরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর
উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত আল্লাহর বাণীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি-
‘মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্য ঘোষণা প্রচার কর। তারা
তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায়
উটের পিঠে আরোহণ করে দূর-দূরান্ত থেকে’ (হজ্জ
২২/২৭)।^{৯২}

গ্রন্থ সংগ্রহ :

৯২. মাসিক ‘ছহীফায়ে আহলেহাদীছ’, দিল্লী, রজব ১৩৪৪ হিঃ। গৃহীত :
তানযীল ছিদ্দীকী, আছহাবে ইলম ওয়া ফযল, পৃঃ ১৮০।

দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। অনেক সময়
দুর্লভ হাদীছ গ্রন্থ নিজ হাতে কপি করতেন। ‘মুস্তাদরাকে
হাকেম’ ও ইমাম বায়হাকীর ‘খেলাফিয়াত’ পুরোটাই এবং
‘মাজমাউয় যাওয়াইদ’-এর অধিকাংশ নিজ হাতে কপি
করেন।^{৯৩}

ছাত্রদের উপর প্রভাব :

মুজাহিদ নেতা ছুফী আব্দুল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা
মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব-এর মধ্যে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য
বহুল পরিমাণে প্রদান করেছিলেন যে, যে ছাত্র তাঁর
তত্ত্বাবধানে কয়েক সপ্তাহ কাটাত তিনি তার শিরা-উপশিরায়ে
সূনাতের প্রতি ভালবাসা, হাদীছের মর্যাদা, তাওহীদের পন্থতা
এবং হাদীছের প্রতি আমলের ভালবাসা সৃষ্টি করে দিতেন।
এসবের প্রতি ভালবাসা হেতু তার মধ্যে সূনাতকে আঁকড়ে
ধরার জায়বা তরঙ্গায়িত হ’ত’।^{৯৪}

সাদাসিধে জীবন যাপন :

তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। অত্যন্ত
সাধারণ পোষাক পরিধান করতেন। তিনি সাধারণত মাথায়
ছোট হাঙ্কা-পাতলা পাগড়ি, সাধারণ পাঞ্জাবী ও সাদা পাজামা
পরতেন। তবে জুম‘আর দিনে কাল পাগড়ি, জুব্বা, সাদা
জামা ও পায়জামা পরতেন। কোন আগন্তুক আসলে ছাত্র ও
তাঁর মাঝে পার্থক্য করতে পারত না। তিনি একদিন ছহীহ
মুসলিমের দরস দিচ্ছিলেন। পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্তানী ও
অন্যান্য ছাত্ররা দরসে বসা ছিল। কারো মাথায় ছিল পাগড়ি,
কারো মাথায় টুপি ইত্যাদি। এক গ্রাম্য লোক এসে জিজ্ঞাসা
করল, ‘মৌলবী আব্দুল ওয়াহাব কে’? ছাত্ররা তাকে দেখিয়ে
দিলে সে তাকে চিনতে পারে।^{৯৫}

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

ভদ্রতা-নম্রতা, সহিষ্ণুতা, মেহমানদারি ও সরলতা তাঁর
হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তিনি ছিলেন উত্তম
চরিত্রের নমুনা। সর্বদা মানুষের কল্যাণ করা এবং তাদের
সাথে সদাচরণ করা ছিল তার অভ্যাস। মানুষজন থেকে
বিচ্ছিন্ন থাকা তিনি মোটেই পসন্দ করতেন না। তিনি সর্বদা
সাধারণ মানুষের মতো থাকতেন। কষ্টদানকারীকে ক্ষমা করে
দিতেন। গরীব ব্যক্তিদের দাওয়াতে শরীক হতে পসন্দ
করতেন এবং বড়লোকদের দাওয়াতে শরীক হওয়া থেকে
বিরত থাকতেন। বাড়িতে খাওয়ার জন্য যা কিছু থাকত তা
খেয়ে নিতেন। অনেক সময় নিজের খানা ছাত্রদেরকে সাথে
নিয়ে খেতেন। মানুষের সাথে সহাস্য বদনে সাক্ষাৎ করতেন।
সূনাতের অনুসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত কটু এবং সাধারণ
কথাবার্তায় অত্যন্ত নরম ছিলেন। ঝগড়া-বিবাদ থেকে যোজন
যোজন দূরে থাকতেন। দ্বীনের প্রচার ও হাদীছের প্রসারে

৯৩. মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৩২, ৬৪;
মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৩১।

৯৪. মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৫১।

৯৫. মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৩০।

অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। মোটকথা, তাঁর জীবনে ইলম ও আমলের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।^{৯৬}

হত্যার ষড়যন্ত্র ও কারামত :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব যখন দিল্লীর কালাঁ মসজিদে খুৎবা দেয়া শুরু করেন, তখন দলে দলে হানাফীরা আহলেহাদীছ হতে থাকে। এতে তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এমনকি তাঁকে হত্যার জন্য গুপ্তা পর্যন্ত ভাড়া করে। এ সম্পর্কে দু'টি ঘটনা নিম্নরূপ :

১. তিনি বিল্লিমারায় শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। রাতে একাই ফিরতেন। এই সুযোগে এক রাতে শত্রুরা রাস্তায় তাঁকে হত্যার জন্য গুঁৎ পেতে থাকে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তিনি শত্রুদের পাহারার মধ্যেই শ্বশুর বাড়ি বিল্লিমারা থেকে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসেন। শত্রুদের সামনে দিয়ে চলে আসলেও তারা তাঁকে একদম দেখতে পায়নি।

২. তাঁকে হত্যার জন্য ৫০০ রুপী দিয়ে আব্দুল্লাহ মারওয়াড়ী নামে এক গুণ্ডাকে ভাড়া করা হয়। এই ব্যক্তি এক জুম'আর দিনে মাওলানার মাদরাসায় এসে কাঁদতে কাঁদতে তার অপরাধ স্বীকার করে বলে, মৌলভী ছাহেব! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করুন! আপনাকে হত্যা করার জন্য ৫০০ রুপী পুরস্কার নির্ধারিত ছিল। আমি আপনাকে হত্যার সাহস করেছিলাম। লাহোরী দরজা ও কুতুব রোডের মাঝখানে সড়ক ও বাতি ছিল না। শধু নদীর উপরে একটি সেতু অন্ধকারে আচ্ছাদিত ছিল। সেখানে কাউকে মেরে ফেললে কোন হদিস পাওয়া যাবে না। লাইনের উপর দিয়ে মানুষজন যাতায়াত করত। আপনি বিল্লিমারা থেকে আসার পথে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় মোক্ষম সুযোগ আসবে ভেবে অন্ধকার ও নির্জনতার সুযোগ নিয়ে আমি আপনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে লাঠি নিয়ে লাইনের উপরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। ইতিমধ্যেই আপনি চলে আসেন। যখন আমি লাঠি নিয়ে সামনে অগ্রসর হই এবং আপনাকে মারার জন্য লাঠিটা উঠাই, ঠিক তখনই কে যেন আমার বুকে সজোরে এমন এক ঘুষি মারে যে, আমি কয়েক ধাপ পিছে সরে যাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারেও একই ঘটনা ঘটে। এরপর আমার আর সাহসে কুলায়নি। এরই মধ্যে আপনি চলে যান। মৌলভী ছাহেব! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ করুন! মাওলানা সবার সামনে তাঁকে মাফ করে দেন। এ ঘটনা ঐ ব্যক্তি কয়েকবার জনসম্মুখে কেঁদে কেঁদে বর্ণনা করেছিল।^{৯৭}

ক্ষমাশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত :

তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। কোন যালোমের যুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করতেন না। একবার তাঁকে ও তাঁর ছাত্রদেরকে পাঞ্জাবীরা দাওয়াত দেয়। চাবুক সওয়ারা গলিতে তারা থাকত। তারা তাদেরকে ১২-টার সময় দাওয়াত খাওয়ায়। অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করে। মাওলানাকে বলা হয়,

৯৬. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৮৩।

৯৭. ঐ, পৃঃ ১১০-১১১।

আছরের পরে মাগরিবের পূর্বে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। আপনি অবশ্যই আসবেন। ওয়াদা পূরণের জন্য তিনি আছরের পর সেখানে যান। সেখানে গিয়ে বিয়ের কোন প্রস্তুতি দেখতে না পেয়ে বলেন, মাগরিবের ছালাতের সময় হয়ে গেছে। আমি ফিরাশখানা মসজিদে ছালাত আদায় করে আসছি। একথা বলে তিনি যেমনি বের হ'তে উদ্যত হয়েছেন, তেমনি দরজার পিছনে লুকিয়ে থাকা লোকজন বেরিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে সামনে নিয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে পিঠে বেদম প্রহার করে। তারা তার দাড়ি মুগুন করতে চাইলেও তাতে সফল হয়নি। তিনি মারের চোটে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করার পর অনেক রাতে জ্ঞান ফিরে আসে। হাফেয হামীদুল্লাহ দিল্লীর কমিশনারের নিকট মামলা দায়ের করলে তিনি নিজে অকুস্থল যীনাতে মহলে এসে রক্তরঞ্জিত কাপড় উদ্ধার করেন। কমিশনার ছাহেব মাওলানার কাছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুমতি চান। কিন্তু মাওলানা এর বদলা দুনিয়াতে নিতে চাননি। তিনি এর মাধ্যমে ধৈর্যের পরীক্ষা দেন এবং ক্ষমাশীলতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।^{৯৮}

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) একজন নির্লোভ মুত্তাকী আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। জীবনের নানা চড়াই-উতরাই ও কণ্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে তিনি কুরআন ও হাদীছের প্রভূত জ্ঞান অর্জন করে দরস-তাদরীস ও দাওয়াত-তাবলীগের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ পথে বাধা এসেছে। বিরোধীরা নানারূপ শত্রুতার জাল বুনেছে। এমনকি হত্যার জন্য গুপ্তা পর্যন্ত ভাড়া করেছে। কিন্তু আল্লাহর খাছ রহমতে তিনি নিরাপদ ও অক্ষত থেকেছেন। তিনি কখনো অধৈর্য হননি। বরং প্রবল হিম্মত নিয়ে সমাজ সংস্কারে অবতীর্ণ হয়েছেন। বহু মৃত সুল্লাত পুনর্জীবিত করেছেন। আহলেহাদীছদের জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখে মর্মান্বিত-ব্যথিত হয়ে 'জামা'আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন আহলেহাদীছ সংগঠন। তাঁর সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন সোনালী যুগের সালাফে ছালেহীনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই ত্যাগী কর্মবীরের জীবন ও কর্ম আমাদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন-আমীন!!

৯৮. ঐ, পৃঃ ১১১-১১২।

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল
হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে
সিধা চলে গেছে এ সড়ক।